যোয়েল পুস্তক এবং লাওদিকীয় সপ্তম-দিবসীয় অ্যাডভেন্টিস্ট গির্জা - সংখ্যা একচল্লিশ

Jeff Pippenger
2026-02-05

সংখ্যা একচল্লিশ

লেবীয় পুস্তকের তেইশতম অধ্যায়ে বসন্তকালীন ও শরৎকালীন উৎসবসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে; এবং সামগ্রিক কাঠামোর মধ্যে এ উৎসবসমূহের উপস্থাপনা কাঠামোয় ঐশ্বরিকভাবে গভীর, এবং সূচনা কাঠামো ও সমাপনী কাঠামোর পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যতাতেও তা প্রতীয়মান। বসন্তকালীন উৎসবসমূহ ও শরৎকালীন উৎসবসমূহ পরস্পরের সঙ্গে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। অধ্যায়টি বারংবার পালনোনি, সেই আশ্চর্য গণনাকারীর, সাক্ষ্য বহন করে। অধ্যায়টি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের অন্তিম দিনের বার্তার সঙ্গে সুসংগতভাবে ও বিস্ময়করভাবে সংযুক্ত।

সংখ্যা '২৩' প্রায়শ্চিত্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের ঐক্য। 'লেবীয়পুস্তক' নামটি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের যাজকত্বকে প্রতিনিধিত্ব করে; কারণ সকল ভাববাদী অন্তিম দিনসমূহ সম্বন্ধে কথা বলেন, এবং অন্তিম দিনসমূহের যাজকেরা তাঁহারাই, যাঁহাদিগকে পিতর 'পবিত্র যাজকত্ব' রূপে অভিহিত করেন। পিতরের 'পবিত্র যাজকত্ব' হ'ল সেই জ্ঞানীগণ, যাঁহারা সেই জ্ঞানবৃদ্ধিকে অনুধাবন করেন, যাহা 'মধ্যরাত্রির আর্তনাদ'-এর বার্তাকে উৎপন্ন করে। মূর্খেরা—অথবা দানিয়েলের ভাষায় 'দুষ্ট'—এই জ্ঞানবৃদ্ধিকে প্রত্যাখ্যান করে; এবং হোশেয়া আমাদের অবহিত করেন যে, এই কারণেই তাহারা যাজকরূপে বর্জিত হয়।

> আমার প্রজারা জ্ঞানের অভাবে ধ্বংস হচ্ছে; কারণ তুমি জ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করেছ, আমিও তোমাকে প্রত্যাখ্যান করব, যাতে তুমি আমার কাছে পুরোহিত না হও; তুমি তোমার ঈশ্বরের আইন ভুলে গেছ বলে, আমিও তোমার সন্তানদের ভুলে যাব। তারা যত বৃদ্ধি পেল, ততই তারা আমার বিরুদ্ধে পাপ করল; অতএব আমি তাদের মহিমা লজ্জায় পরিণত করব। হোশেয়া ৪:৬, ৭।

এফ্রাইমের মদ্যপেরা, যাদের যিশাইয়াহ "মহিমার মুকুট" বলেও অভিহিত করেন, তাদের মহিমা "লজ্জা"-য় পরিণত হয়েছে। হোসেয়া বিশেষভাবে নির্দেশ করেন যে অন্তিম দিনের জ্ঞানের বৃদ্ধিকে যারা প্রত্যাখ্যান করে, তারাই লাওদিকীয় সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চ; কারণ তিনি "আমার প্রজা" বলে লিপিবিদ্ধ করেছেন। তাঁর প্রজা যাজকরূপে প্রত্যাখ্যাত হবে, এবং তা ঘটে অন্তিম তথা চতুর্থ প্রজন্মে, কারণ তিনি তাদের সন্তানদের ভুলে যাবেন, এবং সন্তানেরাই শেষ প্রজন্মকে প্রতিনিধিত্ব করে।

একাত্মতা

'লেবীয় পুস্তক ২৩'-এর শিরোনামের অর্থ হচ্ছে 'এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের যাজকত্বের প্রায়শ্চিত্ত'। শুধু পুস্তকের নামটিকে অধ্যায়-সংখ্যার সঙ্গে সংযুক্ত করলেই এই সত্যে উপনীত হওয়া যায়। যে প্রায়শ্চিত্তের প্রতি লেবীয় তেইশ আলোকপাত করে, তার অর্থ 'at-one-ment', এবং তা ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের সমন্বয়কে চিহ্নিত করে। ঈশ্বরের বাক্যে

এই সমন্বয় বহুবিধ প্রতীকে উপস্থাপিত হয়েছে; তন্মধ্যে একটি প্রতীক হলো—মানব মন্দিরের সঙ্গে ঐশ্বরিক মন্দিরের সমন্বয়।

মানব-মন্দিরে পুরুষসূত্রে প্রাপ্ত "23"টি এবং নারীসূত্রে প্রাপ্ত "23"টি ক্রোমোজোমের একটি কাঠামো রয়েছে। পিতর এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের যাজকত্বকে একটি "আধ্যাত্মিক গৃহ" বলে অভিহিত করেন। ওই ক্রোমোজোমগুলি যেমন একজন পুরুষ ও একজন নারী একত্র হয়, তেমনই সংযুক্ত হয়; এবং ঈশ্বর যা মিলিত করেছেন, মানুষ তা আলাদা না করুক। বিবাহ হল at-one-ment-এর আরেকটি প্রতীক। লেবীয় পুস্তক "23" অর্থ এই যে, স্বর্গীয় মহাযাজকের মন্দিরের সঙ্গে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার যাঁরা যাজক, তাঁদের মন্দিরের সমন্বয়।

বাইশটি পদ

লেবীয় পুস্তক তেইশ অধ্যায়ে উল্লিখিত বসন্তকালীন উৎসবসমূহ অধ্যায়টির প্রথম বায়িশ পদে উপস্থাপিত হয়েছে, এবং শরৎকালীন উৎসবসমূহ অধ্যায়টির শেষ বায়িশ পদে উপস্থাপিত হয়েছে। শেষ পদটি চুয়াল্লিশতম পদ, যা ১৮৪৪-এর একটি প্রতীক, যে সময় লেবীয় পুস্তক তেইশ অধ্যায়ের পরিপূর্তিতে সপ্তম মাসের দশম দিনে প্রতিরূপ প্রায়শ্চিত্তের দিন আরম্ভ হয়েছিল। তেইশ অধ্যায়টি বায়িশ পদের দুটি পর্বে বিভক্ত; উভয় বায়িশ-পদের পর্ব উৎসবসমূহ হওয়ার কারণে যৌক্তিকভাবে সংযুক্ত, তবে বসন্তকাল দ্বারা প্রতীকায়িত খ্রিষ্টের প্রাঙ্গণ ও পবিত্র স্থানের পরিচর্যা, এবং শরৎকাল দ্বারা প্রতীকায়িত তাঁর পরমপবিত্র স্থানের পরিচর্যা—এই দুইয়ের দ্বারা সেগুলি যৌক্তিকভাবে পৃথকও করা হয়েছে।

২২

বসন্তকালীন ও শরৎকালীন উৎসবসমূহ—উভয়ই—বাইশটি পদ দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে; এবং ঐ পদসমূহ ‘২২’টি অক্ষরবিশিষ্ট হিব্রু বর্ণমালার সাক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ‘২২’ হলো ‘২২০’-এর দশমাংশ; আর ‘২২০’ হলো ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের সংযুক্তির প্রতীক। ‘২২০’ উভয় কালপর্বের সূচনার প্রতীক—যথা, যিহূদার বিচ্ছুরণের ২,৫২০ বছর এবং প্রায়শ্চিত্তের দিবস পর্যন্ত ২,৩০০ বছর। ২,৫২০ বছরের সূচনাবিন্দু ছিল খ্রি.পূ. ৬৭৭, এবং ২,৩০০ বছরের সূচনাবিন্দু ছিল খ্রি.পূ. ৪৫৭; ফলে ঈশ্বরের বাহিনী পদদলিত হওয়ার ভাববাণী এবং ঈশ্বরের পবিত্রস্থান পদদলিত হওয়ার ভাববাণীর মধ্যবর্তী সংযোগসূত্র হিসেবে দুই শত বিশ বছর চিহ্নিত হয়। ঐ দুই ভাববাণীর পরিসমাপ্তি ঘটে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ খ্রি.-তে প্রতিরূপ প্রায়শ্চিত্তের দিবসের আগমনে।

সেই তারিখে, মানব মন্দিরকে ঐশ্বরিক মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত করিবার খ্রিষ্টের কার্য আরম্ভ হয়েছিল, এবং সে সময়ে হাবাক্কূক ২:২০ ও যোহন ২:২০ উভয়ই পূর্তি লাভ করেছিল। হাবাক্কূক নির্দেশ করেছিলেন যে, তখন ঈশ্বর অতিপবিত্র স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন; আর যোহন লিপিবদ্ধ করেছিলেন যে, ঐ অতিপবিত্র স্থানে বিশ্বাসের দ্বারা প্রবেশ করিবার জন্য নির্ধারিত মিলারাইট মন্দির ছেচল্লিশ বৎসরের যে কালপর্ব, তাহা সম্পন্ন করিয়াছিল—যা 1798 হইতে 1844 অবধি মিলারাইট মানব মন্দিরের নির্মাণকালকে চিহ্নিত করিতেছিল। "46" বৎসরের ইতিহাস, যা "23" ও "23" দ্বারা গঠিত, উইলিয়াম মিলারের কার্য্যের দ্বারা প্রতিনিধিত্বপ্রাপ্ত; তিনিই 1831 সালে, কিং জেমস বাইবেল প্রকাশের "220" বৎসর পর, প্রথম ঐ ইতিহাসের বার্তা উপস্থাপন করা আরম্ভ করেন। 1611 সালে প্রকাশিত

ঐশ্বরিক বাক্য, "220" বৎসর পরে 1831 সালে এক মানব বার্তাবাহকের সহিত সংযুক্ত হইল। বসন্তকালীন ও শরৎকালীন উৎসব উভয়ই "22" পদ দ্বারা প্রতিনিধিত্বপ্রাপ্ত।

একই বিষয়বস্তুর দুইটি ধারা—প্রতিটিতে বাইশটি পদ—ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে এই দাবি করে যে, প্রথম বাইশটি পদকে পরবর্তী বাইশটি পদের উপরিস্থাপন করে পড়তে হবে। এইরূপে দুইটি ধারাকে সমন্বয় করলে আপনি প্রাঙ্গণ ও পবিত্র স্থানের কার্য—যা বসন্তকালীন উৎসবসমূহে প্রতীকায়িত—তাকে অতিপবিত্র স্থানে খ্রিস্টের কার্যের সঙ্গে যুক্ত করছেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক স্তরে এটি দুইটি মন্দিরের সংযুক্তির প্রতিনিধিত্ব করে, যা খ্রিস্টের ঐক্য-সাধনের কার্যকে চিত্রিত করে।

যখন এক থেকে বাইশ নম্বর পদসমূহ তেইশ থেকে চুয়াল্লিশ নম্বর পদসমূহের সঙ্গে সমান্তরালে বিন্যস্ত করা হয়, তখন একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়, যার প্রতি সাক্ষ্য প্রদান করে হিব্রু বর্ণমালার বাইশটি অক্ষর, ‘২২’ সংখ্যায় প্রতিফলিত প্রতীকতত্ত্ব, তদুপরি উৎসবসমূহে প্রতিফলিত প্রতীকতত্ত্ব, যা পবিত্র ইতিহাসে ঐ উৎসবসমূহের পরিপূর্তির অনুষঙ্গে।

বসন্তকালীন উৎসবসমূহের সূচনা প্রথমে সপ্তম-দিনের সাবাথকে চিহ্নিত করে, এবং শরৎকালীন উৎসবসমূহের সমাপ্তি সপ্তম-বর্ষের সাবাথকে চিহ্নিত করে। আলফা ও ওমেগা হিসেবে খ্রিস্ট এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের যাজকত্বের পরম্পরায় "22"-এর দুই সাক্ষীর আদিতে ও অন্তে সাবাথকে স্থাপন করেছেন।

১৮৪৪ সালে প্রতিস্বরূপ প্রায়শ্চিত্ত দিবসের সূচনায় সপ্তম-দিবসের বিশ্রামদিনটি ছিল বিশেষ জ্যোতি, এবং সপ্তম-বছরের বিশ্রামবর্ষের জ্যোতিই শেষের জ্যোতি। লেবীয় পুস্তকের ‘২৩’ অধ্যায়ে সপ্তম-দিবসের বিশ্রামদিনই ছিল প্রথম পবিত্র সমাবেশ; একইভাবে ঐ অধ্যায়ে সর্বশেষ পবিত্র সমাবেশ হল সপ্তম-বছরের বিশ্রামবর্ষ। অধ্যায় ‘২৩’-এ যাজকীয় ধারার আলফা ও ওমেগা হল বিশ্রামদিন। প্রথমটি, অর্থাৎ সপ্তম-দিবসের বিশ্রামদিন, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের যাজকত্বের আলফা; আর শেষটি, অর্থাৎ সপ্তম-বছরের বিশ্রামবর্ষ, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের যাজকত্বের ওমেগা।

> যারা ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা করে, তারা ধার্মিকতার সূর্যের আলোয় চলেন। তারা ঈশ্বরের সামনে নিজেদের পথ কলুষিত করে তাদের পরিত্রাতাকে অসম্মান করে না। তাদের উপর স্বর্গীয় আলো উদ্ভাসিত হয়। যখন তারা এই পৃথিবীর ইতিহাসের শেষের দিকে পৌঁছায়, তখন খ্রিস্ট সম্পর্কে এবং তাঁকে সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলির বিষয়ে তাদের জ্ঞান বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তারা অসীম মূল্যবান; কারণ তারা তাঁর পুত্রের সঙ্গে ঐক্যে রয়েছে। তাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য অতুল সৌন্দর্য ও মাধুর্যে ঋদ্ধ। তারা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে। সত্য তাদের কাছে উন্মোচিত হয়। অবতার-সিদ্ধান্ত স্নিগ্ধ আভায় আলোকিত হয়। তারা দেখে যে পবিত্র শাস্ত্রই সেই চাবি যা সকল রহস্য উন্মুক্ত করে এবং সকল জটিলতার সমাধান করে। যারা আলো গ্রহণ করতে এবং আলোর মধ্যে চলতে অনিচ্ছুক হয়েছে, তারা ধার্মিকতার রহস্য বুঝতে পারবে না; কিন্তু যারা ক্রুশ তুলে নিয়ে যীশুকে অনুসরণ করতে দ্বিধা করেনি, তারা ঈশ্বরের আলোয় আলো দেখবে। The Southern Watchman, ৪ এপ্রিল, ১৯০৫।

এখানে, "এই পৃথিবীর ইতিহাসের পরিসমাপ্তির সন্নিকটে," প্রতিস্বরূপ প্রায়শ্চিত্ত দিবসের সমাপ্তিতে, "অবতারগ্রহণের মতবাদ" "মৃদু" আভায় মণ্ডিত, যেমন প্রতিস্বরূপ প্রায়শ্চিত্ত দিবসের সূচনাকালে "সপ্তম-দিবসের সাবাথ"-এর মতবাদ তেমনই মণ্ডিত ছিল।

"যীশু বিধির সিন্দুকের আবরণ উত্তোলন করলেন, এবং আমি পাথরের ফলকদ্বয় দেখলাম, যার উপর দশ আজ্ঞা লিখিত ছিল। আমি বিস্মিত হলাম, যখন দেখলাম যে চতুর্থ আজ্ঞাটি দশ আজ্ঞারই ঠিক কেন্দ্রস্থলে আছে, এবং এক মৃদু আলোকমণ্ডল তা বেষ্টন করে আছে। স্বর্গদূত বললেন: 'এটি দশটির মধ্যে একমাত্র, যা সেই জীবন্ত ঈশ্বরকে পরিচিহ্নিত করে, যিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুরই স্রষ্টা। যখন পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপিত হল, তখনই বিশ্রামদিনের ভিত্তিও স্থাপিত হল।'" টেস্টিমোনিস, খণ্ড ১, ৭৫।

লেবীয় পুস্তকের "২৩" অধ্যায়টি সপ্তম-দিবসের সাবাথ, যা একটি "ভিত্তি", দিয়ে শুরু হয়; এবং বসন্ত ও শরৎ উৎসবসমূহে প্রতীকায়িত যাজকীয় সাক্ষ্যটি সপ্তম-বর্ষের সাবাথ দ্বারা সমাপ্ত হয়। সপ্তম-বর্ষের সাবাথ সেই ভিত্তির উপর নির্মিত মন্দিরকে প্রতিনিধিত্ব করে। অবসানে সপ্তম-বর্ষের সাবাথ 2,520 দ্বারা প্রতীকায়িত হয়, যেমন সপ্তম-দিবসের সাবাথ 2,300 দ্বারা প্রতীকায়িত হয়। সপ্তম-বর্ষের সাবাথ "অবতারগ্রহণের মতবাদ"কে প্রতিনিধিত্ব করে। সপ্তম-দিবসের সাবাথ স্রষ্টার চিহ্ন, এবং সপ্তম-বর্ষের সাবাথ ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের সম্মিলনের চিহ্ন।

রেখাসমূহের সারিবদ্ধকরণ

যখন আমরা লেবীয় পুস্তকের তেইশ অধ্যায়ে বর্ণিত বসন্তকালীন উৎসবসমূহকে শরৎকালীন উৎসবসমূহের সাথে সামঞ্জস্য করে দেখি, তখন দেখা যায়, পাস্কা উৎসবের পরদিনই খামিরহীন রুটির সাত দিনের উৎসব শুরু হয়, এবং খামিরহীন রুটির সাত দিনের উৎসব শুরু হওয়ার পরের দিনই প্রথম ফলের উৎসব পালিত হয়। তিন দিনে তিনটি মাইলফলক।

খামিরহীন রুটির উৎসবের সাত দিনের পর্বটি এক পবিত্র সমাবেশ দিয়ে শুরু হয়ে তদ্রূপ পবিত্র সমাবেশেই সমাপ্ত হয়। খামিরহীন রুটির উৎসবের সূচনার পরদিন প্রথমফল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়; এতে বসন্তকালের যবের প্রথমফল নিবেদন অন্তর্ভুক্ত থাকে। পেন্টেকস্ট, যা 'সপ্তাহের উৎসব' নামেও পরিচিত, প্রথমফল উৎসবের পঞ্চাশ দিন পর অনুষ্ঠিত হয়; প্রথমফল উৎসবই সাত সপ্তাহব্যাপী এক সময়কালের সূচনা চিহ্নিত করে, যা ঊনপঞ্চাশতম দিনে সমাপ্ত হয়, এবং তার পরেই 'পঞ্চাশ' অর্থবোধক পেন্টেকস্ট অনুষ্ঠিত হয়।

পাস্কা চতুর্দশ দিনে সন্ধ্যাকালে আরম্ভ হয়। পাস্কা কোনও পবিত্র সমাবেশ নয়।

অতঃপর পঞ্চদশ দিনে খামিরবিহীন রুটির সাত দিনের উৎসব আরম্ভ হয়। সাত দিনের সেই উৎসবের প্রথম দিন এবং শেষ দিন পবিত্র সমাবেশ হয়।

পরদিন, অর্থাৎ ষোড়শ দিন, প্রথমফলের দিন উপস্থিত হয়। এরপর পেন্টেকোস্টের উৎসব দ্বারা চিহ্নিত সাত সপ্তাহ শুরু হয়, এবং পেন্টেকোস্ট বসন্ত ও শরতের উৎসবসমূহে অন্তর্ভুক্ত সাতটি পবিত্র সমাবেশের একটি। প্রথমফলের দিনটি কোনো পবিত্র সমাবেশ নয়।

অতঃপর সপ্তম মাসের প্রথম দিনে তূর্যধ্বনির উৎসব এক পবিত্র সমাবেশ হয়।

সপ্তম মাসের দশম দিনে প্রায়শ্চিত্তের দিন একটি পবিত্র সমাবেশ, কিন্তু তা কোনো উৎসব নয়।

তাঁবুর উৎসবের প্রথম দিনটি একটি পবিত্র সমাবেশের দিন। সাত দিনের উৎসবের পর তাঁবুর উৎসবের অষ্টম দিন রয়েছে, যদিও সেই অষ্টম দিনটি উৎসবসমূহ দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত

কালপর্বসমূহের বাইরে গণ্য করা হয়। সেই অষ্টম দিনটিও একটি পবিত্র সমাবেশের দিন।

উৎসবসমূহকে প্রবর্তনকারী সপ্তম-দিনের সব্বাথটিকে অন্তর্ভুক্ত করলে, এটি সাতটি পবিত্র সমাবেশের সমতুল্য হয়। সাতটি পবিত্র সমাবেশ এবং সাতটি উৎসব আছে, যদিও তাদের বিন্যাস পবিত্র সমাবেশগুলোর বিন্যাসের সঙ্গে একভাবে মেলে না। প্রথম ও শেষ নির্দেশচিহ্নগুলো সব্বাথ—প্রথমটি দিনের জন্য, তারপরটি বছরের জন্য। আলফা ও ওমেগা সব্বাথের মধ্যবর্তী যে উৎসবসমূহ নির্ধারিত আছে, তাদের মধ্যে সাতটি উৎসব এবং পাঁচটি পবিত্র সমাবেশ রয়েছে। আপনি যদি আলফা সপ্তম-দিনের সব্বাথ ও ওমেগা সপ্তম-বর্ষের সব্বাথকে অন্তর্ভুক্ত করেন, তবে সাতটি পবিত্র সমাবেশ এবং সাতটি উৎসবই থাকে। বুঝে নেওয়া হয় যে তাবুর উৎসবের অষ্টম দিনটি উৎসবসমূহের অংশ নয়, এবং এটি ‘অষ্টমটি সাতেরই অন্তর্গত’—এই ধাঁধা সৃষ্টি করে। এখানে আমি যে বিষয়টি নির্দেশ করছি তা হলো, যিশু, পালমোনিরূপে, অধ্যায় ২৩-এ সংখ্যার বৈচিত্র্যকে একেবারেই বিস্ময়কর রীতিতে বিন্যস্ত করেছেন।

বসন্ত

বসন্তের উৎসবসমূহে খামিরবিহীন রুটির সাত-দিনব্যাপী এক উৎসবকাল অন্তর্ভুক্ত থাকে, যার সূচনায় একটি আলফা পবিত্র সমাবেশ এবং সমাপ্তিতে একটি ওমেগা পবিত্র সমাবেশ রয়েছে। পেন্টেকস্ট বসন্তের উৎসবসমূহের তৃতীয় পবিত্র সমাবেশ। পেন্টেকস্ট সাত-সপ্তাহব্যাপী এক কালপর্বের পর আসে, যা পঞ্চাশতম দিনে এক উৎসবের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। বসন্তের উৎসবসমূহ চারটি উৎসব-দিবস ও তিনটি কালপর্ব দ্বারা চিহ্নিত। পাস্খা, খামিরবিহীন রুটি, প্রথম ফল এবং পেন্টেকস্ট—এই চারটি উৎসব-দিবস; এবং তিনটি কালপর্ব হলো খামিরবিহীন রুটির সাত দিন, উনপঞ্চাশ দিন যা পেন্টেকস্টের পঞ্চাশতম দিনকে পূর্ববর্তী করে এবং তদ্দিবসটিকেও অন্তর্ভুক্ত করে, এবং প্রথম তিন দিন, যা তিন ধাপবিশিষ্ট এক কালপর্ব।

পাস্কার পর্বের প্রথম-ফল উৎসর্গ পেন্টেকোস্টের দিনের প্রথম-ফল উৎসর্গের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ; অর্থাৎ পাস্কারের ত্রিদিবসীয় পর্বে যবের প্রথম-ফল উৎসর্গসমূহ, এবং পেন্টেকোস্টের দিনে—ঊনপঞ্চাশ/পঞ্চাশ দিনের পেন্টেকোস্টের সময়কালের সমাপ্তিতে—গমের প্রথম-ফল উৎসর্গ।

পতন

শরৎকালীন উৎসবাবলী এক নির্দিষ্ট উৎসব-দিবস দ্বারা সূচিত হয়, যা বিচারের দিকে পরিচালিত দশ দিবসব্যাপী এক পর্বের সূচনা করে। বিচারের পাঁচ দিবস পর সাত দিবসের এক উৎসব থাকে; ঐ সাত দিবসের প্রথম ও শেষ দিবস পবিত্র সমাবেশরূপে নির্ধারিত। পঞ্চদশ হইতে দ্বাবিংশ দিবস পর্যন্ত তাঁবু-বাসের উৎসব পালিত হয়, এবং তদনন্তর ত্রয়োবিংশ দিবসে ভূমির বিশ্রামদিন চিহ্নিত করা হয়।

যখন আমরা শরৎকালীন উৎসবসমূহকে বসন্তকালীন উৎসবসমূহের উপর স্থাপন করি, তখন আমাদের কাছে দুটি রেখা থাকে, যেগুলোর প্রত্যেকটি বাইশটি পদ দ্বারা উপস্থাপিত; অতএব সেগুলি হিব্রীয় বর্ণমালার বাইশটি বর্ণ দ্বারা প্রতীকায়িত হয়। এটি করা হলে, প্রথম পথচিহ্নটি হলো সপ্তম দিনের বিশ্রামদিনের পবিত্র সমাবেশ, এবং শেষ পথচিহ্নটি হলো সপ্তম বছরের বিশ্রামবর্ষের পবিত্র সমাবেশ।

> আর সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিনে, যখন তোমরা ভূমির ফল আহরণ করিবে, তখন তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে সাত দিন উৎসব পালন করিবে; প্রথম দিন বিশ্রাম দিবস হবে, এবং অষ্টম দিনও বিশ্রাম দিবস হবে। লেবীয় পুস্তক ২৩:৩৯।

পেন্টেকস্ট ছিল প্রথম বৃষ্টি, এবং তাবের্ন্যাকলসই পরবর্তী বৃষ্টি। পেন্টেকস্টে পবিত্র আত্মার যে বর্ষণ ঘটেছিল, তা এক দিনের দ্বারা প্রতীকায়িত ছিল; আর তাবের্ন্যাকলস দ্বারা প্রতীকায়িত বর্ষণটি সাত দিনের একটি পর্ব, যা সমাপ্ত হয়; এবং এর পরেই একটি সাবাথ আসে—অর্থাৎ সেই সাত দিনের পর্বের অষ্টম দিবস। পবিত্র আত্মার বর্ষণের চূড়ান্ত প্রকাশের পর যে সাবাথ আসে, তা পৃথিবীর সহস্রবর্ষব্যাপী বিশ্রামের সাবাথকে প্রতীকায়িত করে।

> সংকটের সময়ে আমরা সকলে নগর ও গ্রামসমূহ থেকে পালিয়ে গেলাম, কিন্তু দুষ্টরা আমাদের তাড়া করল; তারা তলোয়ার হাতে পবিত্রদের গৃহসমূহে প্রবেশ করল। তারা আমাদের হত্যা করতে তলোয়ার তুলল, কিন্তু তা ভেঙে খড়ের ন্যায় শক্তিহীন হয়ে পড়ে গেল। তখন আমরা সকলে দিনরাত মুক্তির জন্য আর্তনাদ করলাম, এবং সেই আর্তনাদ ঈশ্বরের সম্মুখে পৌঁছাল। সূর্য উদিত হল, এবং চন্দ্র স্থির হয়ে রইল। স্রোতধারাগুলি থেমে গেল। ঘন, ভারী মেঘ উঠল এবং পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হল। কিন্তু এক স্থানে এক নির্মল, স্থির মহিমা বিরাজ করছিল, যেখান থেকে অনেক জলের ধ্বনির ন্যায় ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর নির্গত হল, যা স্বর্গ ও পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিল। আকাশ খুলে গেল ও বন্ধ হল এবং আলোড়িত হতে লাগল। পর্বতসমূহ বাতাসে দুলতে থাকা নলখাগড়ার ন্যায় কেঁপে উঠল, এবং চারদিকে খাঁজকাটা শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করল। সমুদ্র হাঁড়ির ন্যায় ফুটল এবং স্থলের উপর পাথর উগরে দিল। এবং যখন ঈশ্বর যীশুর আগমনের দিন ও ঘণ্টা উচ্চারণ করলেন এবং তাঁর প্রজাদের নিকট অনন্ত চুক্তি প্রদান করলেন, তিনি একটি বাক্য উচ্চারণ করলেন, তারপর থামলেন, যতক্ষণ না সেই বাক্য পৃথিবীমণ্ডল জুড়ে গড়িয়ে চলল। ঈশ্বরের ইস্রায়েল দৃষ্টি ঊর্ধ্বে নিবদ্ধ করে স্থিরভাবে দাঁড়াল, যিহোবার মুখ থেকে যেভাবে বাক্য বেরিয়ে আসছিল, সেগুলি শ্রবণ করতে করতে; আর সেগুলি সর্বাধিক গম্ভীর বজ্রধ্বনির ন্যায় সমগ্র পৃথিবীর ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছিল। তা ছিল ভয়াবহভাবে গাম্ভীর্যপূর্ণ। এবং প্রত্যেক বাক্যের অন্তে পবিত্ররা উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলল, 'গৌরব! আল্লেলুইয়া!' তাঁদের মুখমণ্ডল ঈশ্বরের মহিমায় আলোকিত হল; এবং তাঁরা ঐ মহিমায় দীপ্তিমান হলেন, যেমন সিনাই থেকে অবতরণের সময় মোশের মুখমণ্ডল হয়েছিল। ঐ মহিমার কারণে দুষ্টরা তাঁদের দিকে চেয়ে থাকতে পারল না। আর যখন যাঁরা তাঁর সাবাথ পবিত্র রেখে ঈশ্বরকে সম্মান করছিলেন, তাঁদের উপর অক্ষয় আশীর্বাদ ঘোষণা করা হল, তখন পশু ও তার প্রতিমার উপর জয়ের মহাধ্বনি উঠল।

> "অতঃপর জুবিলি আরম্ভ হইল, যে সময়ে ভূমির বিশ্রাম হওয়ার কথা ছিল।" প্রারম্ভিক রচনাবলী, ৩৪।

যুবিলি বর্ষ হলো সাতটি সাত-বছরের চক্রের পরবর্তী পঞ্চাশতম বছর; যা পেন্টেকস্টের পঞ্চাশতম ⊟の দিকে নিয়ে যায় এমন ঊনপঞ্চাশ দিনের সমতুল্য। যখন শরৎকালীন উৎসবগুলির ধারাকে বসন্তকালীন উৎসবগুলির সঙ্গে একত্র করা হয়, তখন পেন্টেকস্ট পর্যন্ত ঊনপঞ্চাশ দিন থাকে, যা তাবের্নাকলের সাত দিনের পর্বের সূচনাকে চিহ্নিত করে। পেন্টেকস্ট এবং তাবের্নাকলের পর্ব সমাপতিত হয়, এবং সম্মিলিতভাবে তারা অন্তিম বৃষ্টির সেই সময়কালকে নির্দেশ করে, যা শীঘ্র আগত রবিবার-আইন থেকে শুরু হয়ে পরীক্ষাকাল সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত, প্রভু প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত, এবং তারপর পৃথিবী বিশ্রামে প্রবেশ করা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, যেমনটি সপ্তম বর্ষের সাবাথ দ্বারা

প্রতীকায়িত, অর্থাৎ তাবের্নাকলের পর্বে সাতটির মধ্যে অষ্টম।

যখন আমরা বাইশটি পদের উভয় ধারাকে একত্র করি, তখন আমরা তা করি কয়েকটি কারণে। উভয় ধারাই বাইশটি পদ নিয়ে গঠিত; বাইশ ২২০-এর দশমাংশ, যা ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের সম্মিলনের প্রতীক।

উভয় পঙ্ক্তি বাইশটি অক্ষরবিশিষ্ট হিব্রু বর্ণমালার প্রতিনিধিত্ব করে।

রেখাদ্বয় উৎসবসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে।

উভয় রেখা বর্ষের দুটি শস্য-সংগ্রহের ঋতুকে প্রতিনিধিত্ব করে।

উভয় ধারাই প্রাঙ্গণ, পবিত্র স্থান ও অতিপবিত্র স্থানে খ্রিষ্টের কার্যকে উপস্থাপন করে। লেবীয়পুস্তক অর্থ যাজকেরা, এবং যীশু হলেন স্বর্গীয় মহাযাজক। এই কারণগুলোর জন্য, লেবীয়পুস্তক তেইশ অধ্যায়ের চুয়াল্লিশটি পদের ওপর পংক্তি-পর-পংক্তি পদ্ধতি প্রয়োগ করা আমাদের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত।

পেন্টেকস্ট ছিল খ্রিস্টধর্মের প্রারম্ভিক বৃষ্টি, এবং তাবু-উৎসব খ্রিস্টধর্মের অন্তিম বৃষ্টি। সুতরাং আমরা বসন্তের "পেন্টেকস্টের দিন"কে শরৎকালের তাবু-উৎসবের সাত দিনের সঙ্গে সমান্তরাল রূপে স্থাপন করি। সিস্টার হোয়াইট যখন বলেছিলেন, "সঙ্কটের সময়ে আমরা সকলে নগর ও গ্রাম থেকে পালালাম", তখন তিনি সেই সময়টিকে চিহ্নিত করছেন, যখন উৎপীড়নের কারণে ঈশ্বরের লোকেরা অরণ্যে বসবাস করছে। তাবু-উৎসবের সময়ে ছাউনিতে বাস করা সেই ইতিহাসকে প্রতীকায়িত করে, যা সরাসরি পৃথিবীর জন্য সাবাথীয় জুবিলির বিশ্রামের দিকে নিয়ে যায়।

পেন্টেকোষ্টের দিন কুটিরবাসের সাত দিনের সূচনা চিহ্নিত করে। এরপর যোবেল অষ্টম দিনের দ্বারা প্রতীকায়িত হয়, অর্থাৎ কুটিরবাসের সাত দিনের পরের সেই অষ্টম দিন। কুটিরবাসের উৎসবের পাঁচ দিন আগে ছিল প্রায়শ্চিত্তের দিন। অতএব, কুটিরবাসের সূচনা নির্দেশক পেন্টেকোষ্টের পাঁচ দিন পূর্বে বিচার চিহ্নিত হয়। প্রায়শ্চিত্তের দিনের বিচারের দশ দিন আগে থাকে শিঙ্গাধ্বনির উৎসব। রেখাসমূহ একত্র করলে, পেন্টেকোষ্ট দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত রবিবারের আইনের পাঁচ দিন পূর্বে বিচার চিহ্নিত হয়। তার দশ দিন পূর্বে শিঙ্গাধ্বনির উৎসব চিহ্নিত হয়।

খ্রিষ্টের বাপ্তিস্ম তাঁর মৃত্যু, সমাধিস্থ হওয়া ও পুনরুত্থানকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। ঐ তিনটি ধাপ প্রতিফলিত হয় পাস্ওভারে তাঁর মৃত্যুতে, বিশ্রামদিনে তাঁর সমাধিস্থ হওয়া ও বিশ্রামে, এবং রবিবারে তাঁর পুনরুত্থানে। তাঁর মৃত্যু, সমাধিস্থ হওয়া ও পুনরুত্থানের এই তিন দিন একটি পথচিহ্ন, যা তিনটি ধাপ নিয়ে গঠিত। অতএব আমরা বসন্তকালীন ও শরৎকালীন উৎসবের দুটি রেখাসূত্রের সমন্বয়টি পুনরুত্থান থেকেই আরম্ভ করি। তৃতীয় দিনের পুনরুত্থান এমন এক ঊনপঞ্চাশ দিনের সময়কালের সূচনা করে, যা নিয়ে যায় পেন্টেকস্টে, যা হলো রবিবারের আইন। ঊনপঞ্চাশ দিনের সেই সময়কালের পূর্বে আছে খামিরবিহীন রুটির উৎসব; এটি প্রথমফলের⊟൦ এক দিন পূর্বে শুরু হয় এবং প্রথমফলের দিনের পর আরও পাঁচ দিন পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

প্রথম ফলের পুনরুত্থান থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত ঊনপঞ্চাশ দিন; রবিবারের আইনটি পঞ্চাশতম দিন। রবিবারের আইনের পাঁচ দিন পূর্বে বিচার উপস্থাপিত হয়, এবং ঐ বিচারটির দশ দিন পূর্বে তূরীর সতর্কবার্তা চিহ্নিত হয়। পুনরুত্থানই প্রথম পথচিহ্ন; তারপর পাঁচ দিন

পরে অখামিরি রুটির পর্ব সমাপ্ত হয়। অখামিরি রুটি শেষে হওয়ার ত্রিশ দিন পরে তূরীর সতর্কবার্তা ঘটে। দশ দিন পরে প্রায়শ্চিত্তের বিচার চিহ্নিত হয় এবং পাঁচ দিন পরে পেন্টেকোস্টের রবিবারের আইন উপস্থিত হয়।

এটি বসন্ত ও শরৎকালীন উৎসবসমূহের রেখার উপর রেখা প্রয়োগে সাতটি পথচিহ্ন চিহ্নিত করে: খামিরবিহীন রুটির উৎসবের সূচনা, পুনরুত্থান, খামিরবিহীন রুটির উৎসবের পরিসমাপ্তি, তূর্যধ্বনির সতর্কবার্তা, বিচার, পেন্টেকোস্ট এবং অন্তিম বর্ষণ। সেই সাতটি পথচিহ্ন একটি আলফা সপ্তম-দিনের সাবাথ এবং একটি ওমেগা সপ্তম-বছরের সাবাথের মধ্যে স্থাপিত। দুই সাবাথের মধ্যবর্তী উক্ত সাতটি পথচিহ্ন একটি পাঁচ-দিনের কালকে পৃথক করে ও চিহ্নিত করে, যার পরে একটি ত্রিশ-দিনের কাল, একটি দশ-দিনের কাল, একটি পাঁচ-দিনের কাল এবং একটি সাত-দিনের কাল।

অতঃপর যখন আমরা খ্রিষ্টের পুনরুত্থানকে সামঞ্জস্যে স্থাপন করি, তখন আমরা চল্লিশ দিনের এক পর্ব লক্ষ্য করি, যার মধ্যে তিনি শিষ্যদের "মুখোমুখি" শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে স্বর্গারোহণ করেছিলেন। তারপর দশ দিন শিষ্যরা ঊর্ধ্বকক্ষে ছিলেন। সেই দশ দিন পেন্টেকস্টের দিনে সমাপ্ত হল, যা রবিবারের আইন। এটি লেবীয় পুস্তক "২৩" দ্বারা উপস্থাপিত যাজকদের রেখায় চল্লিশ দিনের একটি পর্ব এবং দশ দিনের একটি পর্ব সংযোজন করে।

পুনরুত্থান থেকে খামিরবিহীন রুটির উৎসবের সমাপন পর্যন্ত পাঁচ দিন, তারপর তূর্যধ্বনির সতর্কবার্তা পর্যন্ত ত্রিশ দিন, তারপর খ্রিষ্টের স্বর্গারোহণ পর্যন্ত পাঁচ দিন, তারপর বিচার পর্যন্ত পাঁচ দিন, তারপর পেন্টেকস্টের পরবর্তী বৃষ্টির সাত দিন পর্যন্ত পাঁচ দিন।

খামিরবিহীন রুটির সাত দিনের সূচনার পরবর্তী দিনেই প্রথম ফলের পুনরুত্থান ঘটে। সেই পুনরুত্থান খামিরবিহীন রুটির সাত দিনের মধ্যেই সংঘটিত হয়, এবং পুনরুত্থানের পাঁচ দিন পর খামিরবিহীন রুটির পর্ব সমাপ্ত হয়।

খামিরহীন রুটির পরিসমাপ্তির ত্রিশ দিন পরে তূর্যসমূহ এক সতর্কতার নিদর্শন স্থাপন করে।

তূরীসমূহের সতর্কধ্বনির পাঁচ দিন পর, চল্লিশ দিন ধরে শিক্ষা দিয়ে, খ্রিষ্ট স্বর্গারোহণ করলেন। তাঁর স্বর্গারোহণ ঊর্ধ্বকক্ষে দশ দিনের সূচনা চিহ্নিত করল।

অতঃপর তাঁর স্বর্গারোহণের পাঁচ দিন পরে বিচার নির্ধারিত হয়।

পাঁচ দিন পর পেন্টেকস্টের রবিবার-আইন অন্তিম বর্ষণের সাত দিনের পর্বের সূচনা করে।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার তাঁরা, যারা মেষশাবক যেখানেই যান, সেখানেই তাঁকে অনুসরণ করে। এলিয়াহ ও মূসা ১৮ জুলাই, ২০২০-এ হত্যা করা হয়েছিল। যেখানে আমাদের প্রভুও ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, সেখানেই তাদের হত্যা করা হয়েছিল। খ্রিস্টের পুনরুত্থান ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩-এর পুনরুত্থানের পূর্বরূপ ছিল। সেই তারিখের পূর্বে, ২০২৩ সালের জুলাই মাসে, মরুভূমিতে এক কণ্ঠস্বর খামিরবিহীন রুটিরূপে উপস্থাপিত এক বার্তা প্রচার করতে আরম্ভ করল। খামির ত্রুটি, ভণ্ডামি ও পাপের প্রতীক; এবং মরুভূমি থেকে আগত বার্তাটি ছিল খামিরবিহীন। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত, লেবীয় পুস্তকের ২৩তম অধ্যায় এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের প্রায়শ্চিত্তের একটি কাঠামো নির্ধারণ করেছে। সেই কাঠামোটি মিলারের স্বপ্ন, মালাখির তৃতীয় অধ্যায় এবং প্রকাশিত বাক্য ঊনবিংশ অধ্যায়ের

‘স্বর্গের জানালা’র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি খ্রিস্টাব্দ ২৭ থেকে ৩৪-এর পবিত্র সপ্তাহে তৃতীয় ও নবম প্রহরের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আমরা পরবর্তী নিবন্ধে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাব।

জ্ঞান দ্বারা অন্তঃকক্ষসমূহ সমস্ত মূল্যবান ও মনোরম ধনসম্পদে পরিপূর্ণ হবে।

মনের ও আত্মার জন্য যেমন, তেমনি দেহের জন্যও, পরিশ্রমের মাধ্যমে শক্তি অর্জিত হয়—এটাই ঈশ্বরের বিধান। বিকাশ ঘটায় অনুশীলনই। এই বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঈশ্বর তাঁর বাক্যে মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের উপায় প্রদান করেছেন।

বাইবেলে এমন সব নীতি রয়েছে, যা মানুষকে এই জীবন অথবা আগত জীবনের জন্য উপযুক্ত হতে বুঝতে হয়। আর এই নীতিগুলো সবাই বুঝতে পারে। যার মধ্যে এর শিক্ষাকে মূল্য দিতে চাওয়ার মন আছে, সে বাইবেলের একটি মাত্র অংশও পড়ে কিছু না কিছু সহায়ক ভাবনা লাভ না করে থাকতে পারে না। কিন্তু বাইবেলের সবচেয়ে মূল্যবান শিক্ষা কখনোই মাঝে মধ্যে বা বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে পাওয়া যায় না। এর মহান সত্যব্যবস্থা এমনভাবে উপস্থাপিত নয় যে তাড়াহুড়ো বা অমনোযোগী পাঠকের চোখে তা ধরা পড়বে। এর বহু ধন-ভাণ্ডার পৃষ্ঠতলের অনেক নিচে লুকিয়ে আছে; আর তা কেবল অধ্যবসায়ী অনুসন্ধান ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই পাওয়া যায়। যে সত্যগুলো মিলিত হয়ে সেই বৃহৎ সমগ্রটি গড়ে তোলে, সেগুলোকে খুঁজে বের করে একত্র করতে হবে—'এখানে একটু, ওখানে একটু।' যিশাইয় ২৮:১০।

এভাবে অনুসন্ধান করে একত্র করলে, দেখা যাবে যে তারা পরস্পরের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে খাপ খায়। প্রতিটি সুসমাচার অন্যগুলোর পরিপূরক, প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণী অন্যটির ব্যাখ্যা, প্রতিটি সত্য কোনো না কোনো অন্য সত্যের বিকাশ। ইহুদি ব্যবস্থার প্রতীকসমূহ সুসমাচারের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের বাক্যে প্রতিটি নীতির নিজস্ব স্থান আছে, প্রতিটি তথ্যের নিজস্ব তাৎপর্য আছে। আর নকশা ও বাস্তবায়ন উভয় ক্ষেত্রেই এই সম্পূর্ণ কাঠামো তার রচয়িতার প্রতি সাক্ষ্য দেয়। এমন একটি কাঠামো অনন্ত ব্যতীত আর কোনো বুদ্ধি কল্পনা বা নির্মাণ করতে পারত না।

বিভিন্ন অংশ অনুসন্ধান এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অধ্যয়নের প্রক্রিয়ায় মানবমনের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসমূহ তীব্রভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ ধরনের অধ্যয়নে নিযুক্ত হয়ে মানসিক শক্তি বিকাশ না করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

বাইবেল অধ্যয়নের মানসিক মূল্য কেবল সত্যকে অনুসন্ধান করা ও তা একত্রিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। উপস্থাপিত বিষয়বস্তুগুলো অনুধাবন করতে যে প্রচেষ্টা প্রয়োজন, তাতেও এর মূল্য নিহিত। যে মন কেবল দৈনন্দিন সাধারণ বিষয়ে নিমগ্ন থাকে, তা খর্ব ও দুর্বল হয়ে পড়ে। যদি তাকে কখনো মহৎ ও সুদূরপ্রসারী সত্য অনুধাবনের কাজে নিয়োজিত করা না হয়, তবে সময়ের সাথে সাথে তার বিকাশের শক্তি লোপ পায়। এই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ এবং উন্নয়নের প্রেরণা হিসেবে, ঈশ্বরের বাক্যের অধ্যয়নের সমতুল্য আর কিছু নেই। বৌদ্ধিক প্রশিক্ষণের উপায় হিসেবে, বাইবেল অন্য যে কোনো বইয়ের চেয়ে, এমনকি সব বই একত্র করলেও, অধিক কার্যকর। এর বিষয়বস্তুর মহত্ত্ব, উক্তির মর্যাদাপূর্ণ সরলতা, চিত্রকল্পের সৌন্দর্য—এগুলো যে রকমভাবে চিন্তাকে ত্বরান্বিত করে ও উচ্চে তোলে, তেমনটি আর কিছুই পারে না। দৈব প্রকাশের মহামহিম সত্যগুলো অনুধাবনের প্রয়াস যে পরিমাণ মানসিক শক্তি দান করে, ততটা আর কোনো অধ্যয়ন দিতে পারে না। এভাবে যখন মন অসীমের ভাবনার সংস্পর্শে আসে, তখন তা প্রসারিত ও শক্তিশালী হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

আরও বৃহত্তর হলো আধ্যাত্মিক প্রকৃতির বিকাশে বাইবেলের শক্তি। মানুষ, যাকে ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গতির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, শুধুমাত্র সেই সঙ্গতিতেই তার প্রকৃত জীবন ও বিকাশ লাভ করতে পারে। ঈশ্বরেই তার সর্বোচ্চ আনন্দ খুঁজে পাওয়ার জন্য সৃষ্ট, সে অন্য কোথাও এমন কিছু খুঁজে পায় না যা হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে শান্ত করতে পারে, আত্মার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মেটাতে পারে। যে ব্যক্তি আন্তরিক ও শিক্ষাগ্রহণে ইচ্ছুক মন নিয়ে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করে, তার সত্যসমূহ বুঝতে চায়, সে তার রচয়িতার সংস্পর্শে আসবে; এবং নিজেরই সিদ্ধান্ত ছাড়া, তার বিকাশের সম্ভাবনার কোনো সীমা নেই।

শৈলী ও বিষয়বস্তুর বিস্তৃত পরিসরে বাইবেলে এমন কিছু আছে যা প্রত্যেক মনের আগ্রহ জাগায় এবং প্রত্যেক হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। এর পৃষ্ঠাগুলিতে খুঁজে পাওয়া যায় সর্বপ্রাচীন ইতিহাস; সবচেয়ে জীবনঘনিষ্ঠ জীবনী; রাষ্ট্র পরিচালনার, গৃহপরিচালনার নীতিমালা—যে নীতিগুলোর সমতা মানব জ্ঞান কখনো অর্জন করতে পারেনি। এতে রয়েছে অত্যন্ত গভীর দর্শন, কবিতা—সবচেয়ে মধুর ও মহিমান্বিত, সবচেয়ে আবেগময় ও সবচেয়ে মর্মস্পর্শী। এভাবেই বিবেচনা করলেও, যে কোনো মানব লেখকের রচনার চেয়ে বাইবেলের লেখাগুলি মূল্যমানের দিক থেকে অপরিমেয়ভাবে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু সেই মহান কেন্দ্রীয় ভাবনার সঙ্গে তাদের সম্পর্কের দৃষ্টিতে দেখলে, তাদের ব্যাপ্তি অসীমভাবে প্রসারিত, তাদের মূল্য অসীমভাবে অধিক। এই ভাবনার আলোকে দেখলে, প্রত্যেক বিষয়ই নতুন তাৎপর্য পায়। সবচেয়ে সরলভাবে ব্যক্ত সত্যগুলোর মধ্যেও নিহিত রয়েছে এমন নীতি, যা স্বর্গসম উচ্চ এবং যা অনন্তকালকেও পরিবেষ্টন করে।

বাইবেলের কেন্দ্রীয় বিষয়—যার চারদিকে সমগ্র গ্রন্থের অন্যান্য সকল বিষয় সমবেত হয়েছে—হল উদ্ধার-পরিকল্পনা, অর্থাৎ মানব-আত্মায় ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির পুনঃস্থাপন। এদেনে ঘোষিত রাজ্যে নিহিত প্রথম আশার ইঙ্গিত থেকে 'তারা তাঁর মুখ দেখবে; এবং তাঁদের ললাটে থাকবে তাঁর নাম' (প্রকাশিত বাক্য ২২:৪) এই অন্তিম মহিমান্বিত প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত—বাইবেলের প্রত্যেক গ্রন্থ ও প্রত্যেক অংশের প্রধান বার্তা এই বিস্ময়কর বিষয়টির উন্মোচনই,—মানবের উত্থান,—ঈশ্বরের শক্তি, 'যিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাদেরকে বিজয় দান করেন।' ১ করিন্থীয় ১৫:৫৭।

যিনি এই চিন্তাটি অনুধাবন করেন, তাঁর সম্মুখে অধ্যয়নের এক অসীম ক্ষেত্রের প্রসারিত হয়ে আছে। তাঁর কাছে সেই চাবি আছে, যা ঈশ্বরের বাক্যের সমগ্র ধনভাণ্ডার তাঁর জন্য উন্মুক্ত করবে।

পরিত্রাণের বিজ্ঞানই সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান; যে বিজ্ঞান দেবদূতগণ এবং অপতিত জগতসমূহের সকল বুদ্ধিমান সত্তাদের অধ্যয়ন বিষয়; যে বিজ্ঞান আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তার মনোযোগকে নিবিষ্ট রাখে; যে বিজ্ঞান অসীমের মনের মধ্যে পোষিত উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে—'শাশ্বত কালের মধ্যে নীরবে রক্ষিত' (Romans 16:25, R.V.); যে বিজ্ঞান অন্তহীন যুগযুগান্তরে ঈশ্বরের মুক্তিপ্রাপ্তদের অধ্যয়নের বিষয় হবে। এটি সেই সর্বোচ্চ অধ্যয়ন, যাতে মানুষ নিযুক্ত হতে পারে। অন্য কোনো অধ্যয়নের পক্ষে যেমন সম্ভব নয়, তেমনই এটি মনকে সজীব করবে এবং আত্মাকে উন্নীত করবে।

"জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, প্রজ্ঞা যাদের আছে, তাদের জীবন দান করে।" "আমি তোমাদের যে কথা বলি," যীশু বললেন, "সেগুলি আত্মা ও জীবন।" "এটাই শাশ্বত জীবন, যে তারা তোমাকে, একমাত্র সত্য ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে জানে।" উপদেশক 7:12; যোহন 6:63; 17:3, R.V.

জগতসমূহকে অস্তিত্বে আহ্বানকারী যে সৃজনশক্তি, তা ঈশ্বরের বাক্যে নিহিত। এই বাক্য শক্তি দান করে; এটি জীবন উৎপন্ন করে। প্রত্যেক আদেশেই একটি প্রতিশ্রুতি; ইচ্ছাশক্তি দ্বারা গ্রহণ করলে, আত্মায় ধারণ করলে, এটি সঙ্গে নিয়ে আসে অনন্ত সত্তার জীবন। এটি স্বভাবকে রূপান্তরিত করে এবং আত্মাকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে পুনঃসৃষ্টি করে।

এইরূপে প্রদত্ত জীবনও তদ্রূপভাবে পুষ্ট ও ধারিত হয়। 'ঈশ্বরের মুখ হইতে নির্গত প্রত্যেক বাক্য দ্বারা' (মথি ৪:৪) মানুষ বাঁচিবে।

মন, অর্থাৎ আত্মা, যে খাদ্যে পুষ্ট হয়, তাহাতেই তাহার গঠন সাধিত হয়; এবং কোন খাদ্যে তাহা পুষ্ট হইবে, তাহার নির্ধারণ আমাদেরই উপর ন্যস্ত। চিন্তাকে যে সকল বিষয় অধিকার করিবে এবং চরিত্রকে রূপ দান করিবে, তাহা নির্বাচন করিবার ক্ষমতা প্রত্যেকেরই আছে। পবিত্র শাস্ত্রে প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত প্রত্যেক মানবসন্তানের বিষয়েই ঈশ্বর বলেন, 'আমি তাহার জন্যে আমার ব্যবস্থার মহান বিষয়সমূহ লিখিয়াছি।' 'আমাকে আহ্বান কর, আর আমি তোমাকে উত্তর দিব, এবং তোমাকে মহান ও বলিষ্ঠ বিষয়াদি দেখাইব, যাহা তুমি জান না।' Hosea 8:12; Jeremiah 33:3.

ঈশ্বরের বাক্য হাতে নিয়ে, জীবনের ভাগ্য যেখানেই নির্ধারিত হোক না কেন, প্রত্যেক মানব তার পছন্দমত সহচর্য লাভ করতে পারে। এর পৃষ্ঠাগুলিতে সে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম জনদের সঙ্গে আলাপ করতে পারে, এবং যখন তিনি মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, তখন চিরন্তনের কণ্ঠ শুনতে পারে। যখন সে সেই বিষয়সমূহ নিয়ে অধ্যয়ন ও ধ্যান করে, যেগুলিতে 'স্বর্গদূতেরা দৃষ্টিপাত করতে আকাঙ্ক্ষা করে' (১ পিতর ১:১২), তখন সে তাদের সহচর্য লাভ করতে পারে। সে স্বর্গীয় শিক্ষকের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারে, এবং তাঁর বাক্য শুনতে পারে—যেমন তিনি পর্বতে, প্রান্তরে ও সমুদ্রতটে শিক্ষা দিতেন। সে এই জগতে থেকেও স্বর্গের পরিবেশে বাস করতে পারে, পৃথিবীর শোকাহত ও প্রলোভনের মধ্যে থাকা লোকদের মনে আশা-চিন্তা ও পবিত্রতার আকাঙ্ক্ষা সঞ্চার করে; এবং নিজে অদৃশ্যের সঙ্গে সহভাগিতায় ক্রমে আরও নিকটতর হতে হতে; প্রাচীনকালের সেই জনের ন্যায়, যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে চলেছিলেন, চিরন্তন জগতের দ্বারপ্রান্তের আরও আরও সন্নিকটে এগোতে এগোতে, যতক্ষণ না দ্বারসমূহ উন্মুক্ত হয় এবং সে সেখানে প্রবেশ করে। সে নিজেকে কোনো অপরিচিত বলে মনে করবে না। যে কণ্ঠস্বরগুলি তাকে অভ্যর্থনা জানাবে, সেগুলি পবিত্রদের কণ্ঠস্বর—যাঁরা অদৃশ্য থেকেও পৃথিবীতে তার সহচর ছিলেন—সেই কণ্ঠস্বর, যেগুলি এখানে সে পৃথক করে চিনতে এবং ভালোবাসতে শিখেছিল। যিনি ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে স্বর্গের সঙ্গে সহভাগিতায় জীবনযাপন করছেন, তিনি স্বর্গীয় সহচর্যে নিজেকে আপন বলে পাবেন। Education, 123-127.